খুশি একদিন কুসুমপুরে

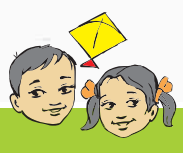

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত
(স্বর্বস্বত্ত প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত)

পরীক্ষামূলক সংস্করন

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

চিত্র

গ্রাফিক্স

খুশি একদিন কুসুমপুরে
ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
৬৯-৭০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

খুশি একদিন কুসুমপুরে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

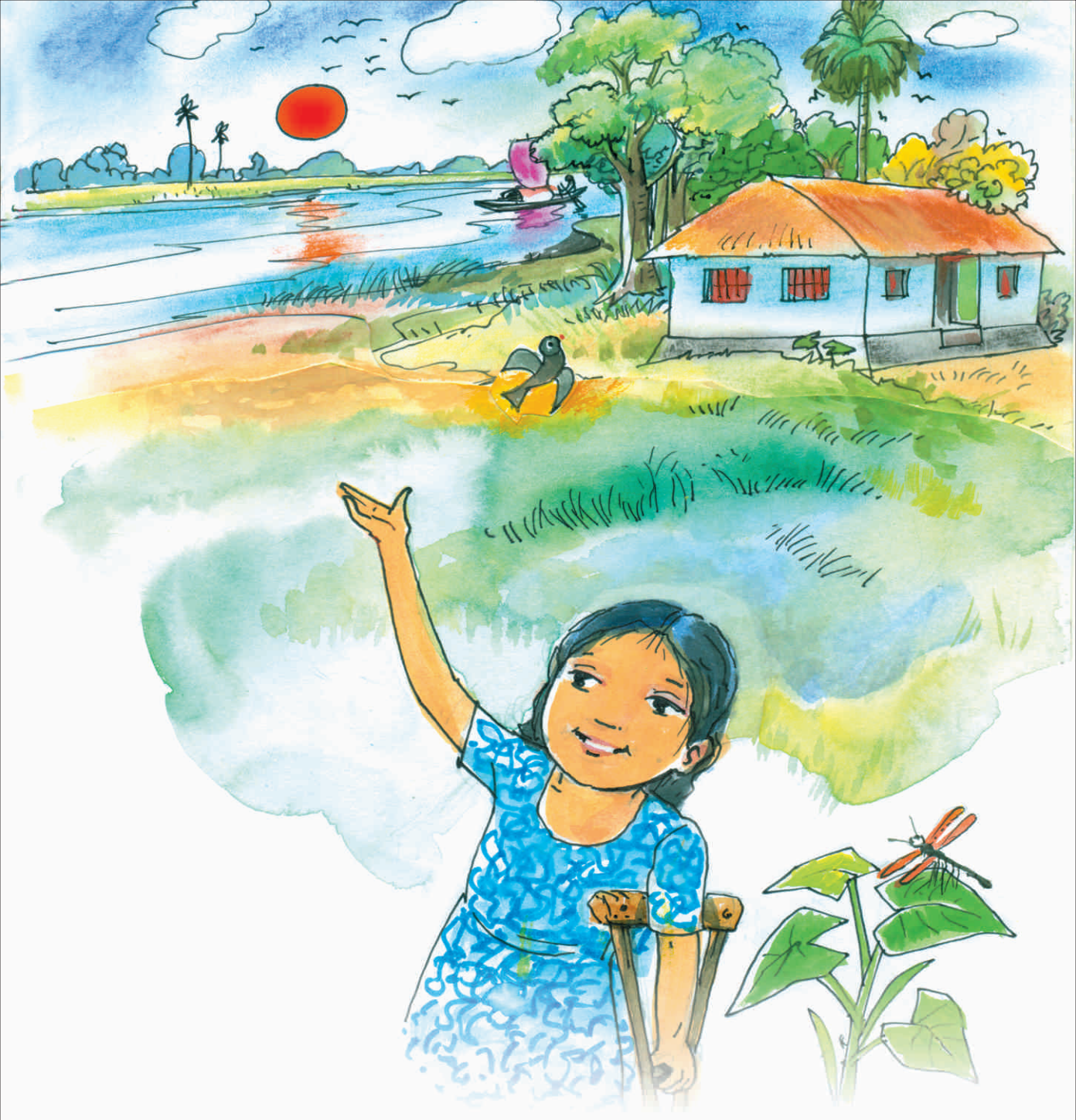

সুন্দর সকাল। পাখির কিচিরমিচির ডাকে খুশির ঘুম ভাঙে। আজ খুশির মনে অনেক আনন্দ। আজ সে মায়ের সাথে কুসুমপুর বেড়াতে যাবে।

ঘুম থেকে উঠেই খুশি নিজের বিছানা, কাপড়-চোপড় সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে। তাকে তাড়াতাড়ি তৈরী হতে হবে।

খুশি দাঁত মেজে নেয়। প্রতিদিন সকালে ও রাতে খুশি দাঁত মাজে। তাই তার দাঁত খুব সুন্দর আর মজবুত।

এবার খুশি গোসল সেরে নেয়। মা বলেন, পরিস্কার থাকার জন্য রোজ গোসল করতে হয়।

মা খুশিকে লাল জামা পড়িয়ে দিলেন। চুল আঁচড়িয়ে দিলেন। হলুদ ফিতা দিয়ে চুল বেঁধে দিলেন। এবার খুশিকে খুব সুন্দর লাগছে। খুশি এখন বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী।

কুসুমপুর যাওয়ার পথে খুশি অনেক গাছপালা দেখল। দেখল সোনালী ধান ক্ষেত, নীল আকাশ, প্রজাপতি আর ফড়িং।
খুশি বলল, আমাদের দেশটা কত সুন্দর! তাই না মা?

খুশি কুসুমপুরে পৌঁছে দেখে, সব বন্ধুরা খেলছে। সেও খেলতে নেমে পড়ল। হঠাৎ দেখল তার বন্ধু রুপাকেই দেখা যাচ্ছে না।

জিজ্ঞেস করতেই অন্য বন্ধুরা বলল, রুপাদের বাড়িতে একটা বাঘ এসেছে। বাঘ মামার অনেক সর্দি হয়েছে। খুশি বলল, বাঘ! কামড়াবে না তো?

খুশি রুপাদের বাড়িতে এসে বাঘের সঙ্গে দেখা করতে গেল।
বাঘ বলল, আমাকে ভয় করো না। পথ ভুলে চলে এসেছি।
আমার ভীষণ ঠাণ্ডা লেগেছে। বলেই হাঁচি দিল।

খুশি বাঘকে বলল, মন খারাপ করো না। তুমি ভালো হয়ে যাবে। তবে মনে রেখ, হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় মুখে কাপড় দিতে হয়। আর হাত ধুয়ে নিতে হয়। তাহলে রোগজীবাণু ছড়ায় না।

রুপা বলল, বাঘ মামা তুমি চিন্তা করো না। হাঁচি-কাশি ভালো হলেই তোমাকে বনে দিয়ে আসব।

এদিকে রুপার আর খুশির মা মজার মজার খাবার রান্না করেছেন। সবাই মজার খাবার খেলো। বাঘকেও খাবার খেতে দিল।

বাঘ মামা খাবার পেয়ে খুব খুশি।

খুশি বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।
আজকের দিনটি খুশির খুব আনন্দে কেটেছে।
খুশি মাকে বলল, ধন্যবাদ মা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা